JAN. 27 2(

সংবাদ

সরকারি কর্মকর্তাদের বয়স জালিয়াতি

সহকারী সচিব থেকে শুরু করে সচিব পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তার জন্মতারিখ পুনঃপরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পুনঃপরীক্ষার পর সকল কর্মকর্তার জন্ম তারিখ এবং এলপিআরে যাওয়ার তারিখ সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে সংরক্ষণ করা হবে। জন্মতারিখ পুনঃপরীক্ষার পর যদি প্রকৃত তথ্য হেরফের হয় তাহলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের একশত ভাগ সমর্থন রয়েছে।

বলা যায় সরকার এরকম একটি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্যই হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তাদের বয়স জালিয়াতি করার কয়েকটি ঘটনা ইতোমধ্যে ফাঁস হয়েছে। সম্প্রতি একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার এমন জালিয়াতি ধরা পড়েছে। এ ধরনের আরো জালিয়াতির অভিযোগ সরকারের কাছে রয়েছে বলেই সরকার পুনঃপরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এসএসসি অথবা সমপর্যায়ের পরীক্ষার মূল সনদপত্র কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছাতে বলা হয়েছে। আমরা আশা করবো সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাই সরকারের এই নির্দেশটি যথাযথভাবে মেনে চলবেন।

প্রশাসন ক্যাডারের দুর্নীতি-অনিয়ম এবং অবৈধ সুযোগ-সুবিধা নেয়ার বহু ঘটনা সম্পর্কেই পত্রপত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়। বস্তুত আমলাদের দুর্নীতি করা এখন ওপেন সিক্রেট। অনেকটা যেন আমলা হওয়ার অধিকার বলেই ঘুস খাওয়া থেকে সব ধরনের দুর্নীতিই আমলারা করে থাকেন বলে মাঝে-মধ্যেই খবরের কাগজে রিপোর্ট বের হয়। অবশ্য এর জন্যে কারো কোন শাস্তি হয়েছে বলে এ যাবৎ শোনা যায়নি। সেই যে পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খান থ্রি নট থ্রি অর্থাৎ এক সাথে ৩০৩ জন আমলাকে দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত করেছিলেন। তারপর এ পর্যন্ত দুর্নীতিবাজ আমলাদের বিরুদ্ধে কোন সরকার ব্যবস্থা নেয় নি। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ব্যয় এবং ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটিয়েও আমলারা তৃপ্ত নন। এখন নিজেদের বয়স নিয়েই জালিয়াতি শুরু করেছেন। এ যেন জন্মতারিখ জালিয়াতি করে এক বা দুই বছর চাকরির বয়স বাড়ানো নয় দুর্নীতির কাল বাড়ানো। অর্থাৎ আরো দুই বছর চাকরি করতে পারার অর্থই হচ্ছে আরো দুই বছর দুর্নীতি করতে পারা। রহস্যজনক কারণে কোন সরকারই দুর্নীতিসহ আমলাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না।

এ অবস্থা চলতে থাকলে দুর্নীতি কখনোই কমবে না; বরং দিন দিন বাড়বে এবং বাস্তবে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বেড়েই চলেছে। বয়স জালিয়াতির ব্যাপারে বলা হচ্ছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণ সেলে বসেই ওই বিভাগের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মোটা অঙ্কের অর্থ ঘুস দিয়ে জন্মতারিখ পরিবর্তন করে বয়স কমিয়ে দেয়া হয়। তখন এলপিআরে যাওয়ার তারিখও পিছিয়ে যায়। কম্পিউটারে তথ্য সংরক্ষণের পর থেকে সাধারণত ব্যক্তিগত ফাইলে সংরক্ষিত নথিপত্র এখন আর পরীক্ষা করা হয় না। এই সুযোগটাই জালিয়াত আমলারা গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে একটি মজাদার তথ্য একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত কোন কোন কর্মকর্তার বয়স হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেছে ১৩ বছরের কম বয়সে তারা ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে কিছুসংখ্যক আমলার জালিয়াতি ও দুর্নীতি যেমন লাগামহীন হচ্ছে এবং তারা যেভাবে সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে বয়স হিসেব করলে কারো কারো এমনও পাওয়া যেতে পারে যে তারা মায়ের গর্ভে থেকেই ম্যাট্রিক বা এসএসসি পাস করেছিলেন।

পরিস্থিতি এমন চরম অবস্থায় যাওয়ার আগে সরকার ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন এটা ভাল কথা। তবে উদ্যোগটা যেন নিয়মমতো মাঝপথে থেমে না যায়। আমরা এর কার্যকারিতা দেখতে চাই।